ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌভরি মুনির অধঃপতন

অম্বরীষ মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শশাদ থেকে মান্ধাতা পর্যন্ত সমস্ত রাজাদের বর্ণনা করেন, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন মহর্ষি সৌভরি কিভাবে মান্ধাতার কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন।

মহারাজ অম্বরীষের তিন পুত্র বিরূপ, কেতুমান এবং শম্ভু। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, এবং তাঁর পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁর অনুরোধে মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁর পত্নীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানেরা রথীতর এবং অঙ্গিরা উভয়েরই বংশোদ্ভূত বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডকা এই তিনজন জ্যেষ্ঠ। মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগের রাজা হয়েছিলেন। যজ্ঞবিধি লঙ্ঘন করার ফলে বিকুক্ষি তাঁর পিতা ইক্ষ্বাকু কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। বশিষ্ঠের কৃপায় এবং যোগশক্তির প্রভাবে মহারাজ ইক্ষ্বাকু তার জড় দেহ ত্যাগ করার পর মুক্তি লাভ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকুর দেহ ত্যাগের পর তাঁর পুত্র বিকুক্ষি ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এই বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হন।

বিকুক্ষির পুত্র দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং বহু মূল্যবান সেবার ফলে তিনি পুরঞ্জয়, ইন্দ্রবাহ এবং ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, এবং যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে সংহার করেন, এবং তার ফলে তিনি ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুন্ধুমারের পুত্র দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব। তাঁর অন্য আরও হাজার হাজার পুত্র ছিল, কিন্তু তারা ধুন্ধুর মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, এবং বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্র ছিলেন সেনজিৎ, এবং তাঁর পুত্র ছিলেন যুবনাশ্ব।

যুবনাশ্ব শত পত্নীকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর কোন পুত্র ছিল না, এবং তাই তিনি বনে প্রবেশ করেছিলেন। বনে ঋষিরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু একসময় রাজা বনে তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞের জল পান করে ফেলেন। তার ফলে, কিছুকাল পর তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি থেকে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই অতি সুন্দর পুত্রটি স্তন্যদুগ্ধ পানের জন্য ক্রন্দন করতে থাকলে ইন্দ্র তাকে তাঁর তর্জনী প্রদান করেন। তার ফলে সেই পুত্রের নাম হয় মান্ধাতা। যথাসময়ে যুবনাশ্ব তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন।

তারপর, মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর রাজা হয়ে তা শাসন করেন, সেই শক্তিশালী রাজার ভয়ে দস্যু-তস্করেরা অত্যন্ত ভীত ছিল, এবং তাই তার নাম হয়েছিল ত্রসদ্দস্যু, অর্থাৎ দস্যু-তস্করেরা যাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত। মান্ধাতা তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন পুত্রের পঞ্চাশটি ভগ্নী ছিল, এবং তারা সকলেই সৌভরি ঋষির পত্নী হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সৌভরি মুনির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যিনি মৎস্যযুগলের যৌনক্রিয়া দর্শনে উত্তেজিত হয়ে যোগভ্রষ্ট হন এবং মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য মান্ধাতার সব কটি কন্যাকেই বিবাহ করতে চান। পরে সৌভরি মুনি সেই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে সৌভরি মুনির পত্নীরাও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বিরূপঃ কেতুমাঞ্ছম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ ।
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিরূপঃ**—বিরূপ নামক; **কেতুমান্**—কেতুমান নামক; **শম্ভুঃ**—শম্ভু নামক; **অম্বরীষ**—অম্বরীষ মহারাজের; **সুতাঃ ত্রয়ঃ**—তিন পুত্র; **বিরূপাৎ**—বিরূপ থেকে; **পৃষদশ্বঃ**—পৃষদশ্ব নামক; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **তু**—এবং; **রথীতরঃ**—রথীতর নামক।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপ থেকে পৃষদশ্ব নামক পুত্রের জন্ম, এবং পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর।

শ্লোক ২

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ ।
অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সুতান্ ॥ ২ ॥

রথীতরস্য—রথীতরের; **অপ্রজস্য**—যাঁর কোন পুত্র ছিল না; **ভার্যায়াম্**—তাঁর পত্নীতে; **তন্তবে**—বংশবৃদ্ধির জন্য; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অঙ্গিরাঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **ব্রহ্ম-বর্চস্বিনঃ**—ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত; **সুতান্**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তিনি মহর্ষি অঙ্গিরাকে তাঁর জন্য সন্তান উৎপাদন করতে প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় অঙ্গিরা রথীতরের পত্নীর গর্ভে কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক যুগে ক্ষীণবীর্য মানুষেরা উত্তম সন্তান উৎপাদনের জন্য অন্য কোন বীর্যবান পুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। এই সূত্রে স্ত্রীকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রের মালিক অন্য কোন ব্যক্তিকে শস্য উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু শস্য যেহেতু ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়, তাই সেই শস্য সেই ভূমির মালিকের সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। তেমনই, কখনও কখনও স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করা হয়, কিন্তু সেই সন্তানকে সেই রমণীর পতির সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। এই প্রকার সন্তানকে বলা হয় *ক্ষেত্রজাত*। যেহেতু রথীতরের কোন পুত্র ছিল না, তাই তিনি এই প্রথার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

এতে—অঙ্গিরার দ্বারা উৎপন্ন এই সমস্ত পুত্রেরা; **ক্ষেত্র-প্রসূতাঃ**—রথীতরের পুত্র হয়েছিলেন এবং তাঁর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন (কারণ তাঁর পত্নীর গর্ভে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তু**—কিন্তু; **আঙ্গিরসাঃ**—অঙ্গিরার গোত্রের; **স্মৃতাঃ**—কথিত; **রথীতরাণাম্**—রথীতরের সমস্ত পুত্রদের মধ্যে; **প্রবরাঃ**—মুখ্য; **ক্ষেত্র-উপেতাঃ**—কারণ তাঁরা ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দ্বি-জাতয়ঃ**—(ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ হওয়ার ফলে) ব্রাহ্মণ বলে কথিত।

অনুবাদ

রথীতরের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা রথীতর গোত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অঙ্গিরার বীর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁরা অঙ্গিরা গোত্রও। রথীতরের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠ কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *দ্বিজাতয়ঃ* শব্দটির অর্থ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ ।
তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষুবতঃ—হাঁচি দেওয়ার সময়; **তু**—কিন্তু; **মনোঃ**—মনুর; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ইক্ষ্বাকুঃ**—ইক্ষ্বাকু নামক; **ঘ্রাণতঃ**—নাসারন্ধ্র থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—ইক্ষ্বাকুর; **পুত্র-শত**—একশত পুত্র; **জ্যেষ্ঠাঃ**—মুখ্য; **বিকুক্ষি**—বিকুক্ষি নামক; **নিমি**—নিমি নামক; **দণ্ডকাঃ**—দণ্ডকা নামক।

অনুবাদ

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু যখন হাঁচি (ক্ষুৎ) দিয়েছিলেন, তখন মনুর নাসারন্ধ্র থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডকা ছিলেন মুখ্য।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতে *ভাগবতে* (৯/১/১১-১২) যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম হয়, সেটি সাধারণ বিবরণ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল মনুর হাঁচি থেকে।

শ্লোক ৫

তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্যাবর্তে নৃপা নৃপ ।
পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যেঽপরেঽন্যতঃ ॥ ৫ ॥

তেষাম্—সেই পুত্রদের মধ্যে; **পুরস্তাৎ**—পূর্বদিকে; **অভবন্**—তাঁরা হয়েছিলেন; **আর্যাবর্তে**—হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্ত নামক স্থানে; **নৃপাঃ**—রাজা; **নৃপ**—হে রাজন্; **পঞ্চ-বিংশতিঃ**—পঁচিশ; **পশ্চাৎ**—পশ্চিম দিকে; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তাঁদের তিনজন; **মধ্যে**—(পূর্ব এবং পশ্চিমের) মধ্যে; **অপরে**—অন্যরা; **অন্যতঃ**—অন্য স্থানে।

অনুবাদ

তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে পঁচিশজন হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের পশ্চিম দিকের রাজা হয়েছিলেন। অন্য পঁচিশজন পুত্র আর্যাবর্তের পূর্ব দিকের রাজা হয়েছিলেন, এবং তিনজন জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যবর্তী স্থানের রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য পুত্রেরা অন্য স্থানের রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্ ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই রাজা (মহারাজ ইক্ষ্বাকু); **একদা**—একসময়; **অষ্টকা-শ্রাদ্ধে**—পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে যখন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়;

ইক্ষ্বাকুঃ—রাজা ইক্ষ্বাকু; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **মাংসম্**—মাংস; **আনীয়তাম্**—নিয়ে এস; **মেধ্যম্**—পবিত্র; **বিকুক্ষে**—হে বিকুক্ষি; **গচ্ছ**—এক্ষুণি যাও; **মা চিরম্**—অচিরে।

অনুবাদ

পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়, তাকে বলা হয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মহারাজ ইক্ষ্বাকু যখন এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে শীঘ্র বনে গিয়ে পবিত্র মাংস আনয়ন করতে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্ ।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশং চাদদপস্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥

তথা—সেই আদেশ অনুসারে; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—বিকুক্ষি; **বনম্**—বনে; **গত্বা**—গিয়ে; **মৃগান্**—পশুদের; **হত্বা**—হত্যা করে; **ক্রিয়া-অর্হণান্**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের যজ্ঞে নিবেদন করার উপযুক্ত; **শ্রান্তঃ**—শ্রান্ত; **বুভুক্ষিতঃ**—এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন; **বীরঃ**—বীর; **শশম্**—একটি শশক; **চ**—ও; **আদৎ**—তিনি আহার করেছিলেন; **অপস্মৃতিঃ**—(সেই মাংস যে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার জন্য ছিল) তা ভুলে গিয়ে।

অনুবাদ

তারপর ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি বনে গিয়ে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত বহু পশু বধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বিবেক লুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি নিহত শশক ভক্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়েরা বনে মৃগয়া করতেন কারণ পশুমাংস কোন বিশেষ যজ্ঞে নিবেদন করার উপযুক্ত। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করাও এক প্রকার যজ্ঞ। এই যজ্ঞে মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস নিবেদন করা যায়। কিন্তু বর্তমান কলিযুগে শ্রাদ্ধে এই প্রকার মাংস নিবেদন নিষিদ্ধ। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"কলিযুগে পাঁচটি ক্রিয়া নিষিদ্ধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন এবং দেবরের দ্বারা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন।" *পলপৈতৃকম্* শব্দটির অর্থ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন। পূর্বে এই প্রকার নৈবেদ্য অনুমোদিত ছিল, কিন্তু এই যুগে তা নিষিদ্ধ। এই কলিযুগে সকলেই পশুশিকারে পারদর্শী, কিন্তু তারা সকলেই শূদ্র, কেউই ক্ষত্রিয় নয়। কিন্তু বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ক্ষত্রিয়েরাই কেবল মৃগয়ায় পশুবধ করতে পারে, আর শূদ্রেরা পাঁঠা আদি নগণ্য পশু কালী অথবা সেই প্রকার দেব-দেবীর কাছে নিবেদন করে তার মাংস আহার করতে পারে। মূল কথা, মাংস আহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়; একশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং নির্দেশ অনুসারে মাংস আহার করতে পারে। কিন্তু গোমাংস আহার সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। তাই *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন *গোরক্ষম্*। মাংসাহারী মানুষেরা তাদের স্থিতি অনুসারে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মাংস আহার করতে পারে, কিন্তু কখনই গোমাংস আহার্য নয়। গাভীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৮

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্গুরুঃ ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্মকম্ ॥ ৮ ॥

শেষম্—অবশিষ্ট; **নিবেদয়াম্ আস**—তিনি নিবেদন করেছিলেন; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ-গুরুঃ**—তাঁদের পুরোহিত বা গুরু; **চোদিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **প্রোক্ষণায়**—পবিত্রীকরণের জন্য; **আহ**—বলেছিলেন; **দুষ্টম্**—দূষিত; **এতৎ**—এই মাংস; **অকর্মকম্**—শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত নয়।

অনুবাদ

বিকুক্ষি অবশিষ্ট মাংস রাজা ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছিলেন, এবং ইক্ষ্বাকু সেগুলি পবিত্রীকরণের জন্য বশিষ্ঠকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মাংসের এক অংশ বিকুক্ষি ইতিমধ্যে ভক্ষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন সেই মাংস শ্রাদ্ধের উপযুক্ত নয়।

তাৎপর্য

যজ্ঞে নিবেদন করার বস্তুর স্বাদ ভগবানকে নিবেদন করার পূর্বে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের মন্দিরে সেই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করার আগে রন্ধনশালা থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ। ভগবানকে নিবেদন করার পূর্বে যদি কোন কিছু আহার করা হয়, তা হলে সেই রন্ধন দূষিত হয়ে যায় এবং তা আর ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যাঁরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত, তাঁদের এই কথা খুব ভালভাবে জেনে রাখা উচিত, যাতে সেবা অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৯

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা ॥ ৯ ॥

জ্ঞাত্বা—জেনে; **পুত্রস্য**—তাঁর পুত্রের; **তৎ**—তা; **কর্ম**—কর্ম; **গুরুণা**—গুরু (বশিষ্ঠের) দ্বারা; **অভিহিতম্**—অভিহিত হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা (ইক্ষ্বাকু); **দেশাৎ**—দেশ থেকে; **নিঃসারয়াম্ আস**—নির্বাসন দিয়েছিলেন; **সুতম্**—তাঁর পুত্রকে; **ত্যক্ত-বিধিম্**—কারণ তিনি বিধি লঙ্ঘন করেছিলেন; **রুষা**—ক্রোধে।

অনুবাদ

রাজা ইক্ষ্বাকু যখন বশিষ্ঠের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র বিকুক্ষি কি করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে বিধি লঙ্ঘন করার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জ্ঞাপকেন সমাচরন্ ।
ত্যক্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্ ॥ ১০ ॥

সঃ—মহারাজ ইক্ষ্বাকু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বিপ্রেণ**—ব্রাহ্মণ (বশিষ্ঠ) সহ; **সংবাদম্**—আলোচনা; **জ্ঞাপকেন**—জ্ঞান প্রদানকারী; **সমাচরন্**—সেই অনুসারে আচরণ করে; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **কলেবরম্**—তাঁর দেহ; **যোগী**—সন্ন্যাস আশ্রমী ভক্তিযোগী হয়ে; **সঃ**—রাজা; **তেন**—এই উপদেশের দ্বারা; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যৎ**—সেই স্থিতি; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

মহারাজ ইক্ষ্বাকু মহাতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগবলে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১১

পিতর্যুপরতেঽভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্ ।
শাসদীজে হরিং যজ্ঞৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥

পিতরি—তাঁর পিতা যখন; **উপরতে**—রাজ্যভার থেকে মুক্ত হলে; **অভ্যেত্য**—ফিরে এসে; **বিকুক্ষিঃ**—বিকুক্ষি নামক পুত্র; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **ইমাম্**—এই; **শাসৎ**—শাসন করে; **ঈজে**—আরাধনা করেছিলেন; **হরিম্**—ভগবানকে; **যজ্ঞৈঃ**—বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **শশ-অদঃ**—শশাদ ('শশকভোজী'); **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

তাঁর পিতার তিরোভাবের পর বিকুক্ষি রাজ্যে ফিরে এসে, রাজা হয়ে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ ।
ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ শৃণু নামানি কর্মভিঃ ॥ ১২ ॥

পুরঞ্জয়ঃ—পুরঞ্জয় ('যিনি পুরী বা বাসস্থান জয় করেছেন'); **তস্য**—তাঁর (বিকুক্ষির); **সুতঃ**—পুত্র; **ইন্দ্র-বাহঃ**—ইন্দ্রবাহ ('ইন্দ্র যাঁর বাহন'); **ইতি**—এইভাবে; **ঈরিতঃ**—কথিত; **ককুৎস্থঃ**—ককুৎস্থ ('বৃষের কুঁজ বা ককুদে অবস্থিত'); **ইতি**—এই প্রকার; **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **উক্তঃ**—পরিচিত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **নামানি**—নামসমূহ; **কর্মভিঃ**—কর্ম অনুসারে।

অনুবাদ

শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় যিনি ইন্দ্রবাহ এবং কখনও-বা ককুৎস্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি যে যে কর্মের দ্বারা এই সমস্ত নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা আমার কাছে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১৩

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ ।
পার্ষ্ণিগ্রাহো বৃতো বীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

কৃত-অন্তঃ—ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; **আসীৎ**—ছিল; **সমরঃ**—যুদ্ধ; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সহ**—সঙ্গে; **দানবৈঃ**—দানবদের; **পার্ষ্ণিগ্রাহঃ**—সহায়; **বৃতঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **বীরঃ**—বীর; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **দৈত্য**—দৈত্যদের দ্বারা; **পরাজিতৈঃ**—যাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবতারা পুরঞ্জয়কে তাঁদের সহায়রূপে বরণ করেছিলেন। দৈত্যদের পুরী জয় করেছিলেন বলে এই বীরের নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়।

শ্লোক ১৪

বচনাদে দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ ।
বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ ॥ ১৪ ॥

বচনাৎ—আদেশের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা; **দেব-দেবস্য**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা ভগবানের; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—সমগ্র সৃষ্টির পরমাত্মা; **প্রভোঃ**—ভগবান, নিয়ন্তা; **বাহনত্বে**—বাহন হওয়ার ফলে; **বৃতঃ**—নিযুক্ত হয়েছিলেন; **তস্য**—পুরঞ্জয়ের সেবায়; **বভূবঃ**—হয়েছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মহাবৃষঃ**—এক বিশাল বৃষ।

অনুবাদ

পুরঞ্জয় বলেছিলেন যে, ইন্দ্র যদি তাঁর বাহন হন, তা হলে তিনি সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করবেন, কিন্তু গর্ববশত ইন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তবে পরে ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র রাজী হয়েছিলেন এবং এক মহাবৃষরূপ ধারণ করে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫-১৬

স সন্নদ্ধো ধনুর্দিব্যমাদায় বিশিখাঞ্ছিতান্ ।
স্তূয়মানস্তমারুহ্য যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
তেজসাপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।
প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎ ত্রিদশৈঃ পুরম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি, পুরঞ্জয়; **সন্নদ্ধঃ**—সুসজ্জিত হয়ে; **ধনুঃ দিব্যম্**—এক অতি উত্তম দিব্য ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিশিখান্**—বাণ; **শিতান্**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ; **স্তূয়মানঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **তম্**—তাতে (বৃষতে); **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন; **ককুদি**—বৃষের ককুদে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **আপ্যায়িতঃ**—অনুগৃহীত হয়ে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **দিশি**—দিকে; **দৈত্যানাম্**—দৈত্যদের; **ন্যরুণৎ**—অবরুদ্ধ করেছিলেন; **ত্রিদশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত; **পুরম্**—বাসস্থান।

অনুবাদ

বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করতে অভিলাষী পুরঞ্জয় একটি দিব্য ধনু এবং অতি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করেছিলেন, এবং দেবতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তিনি বৃষের (ইন্দ্রের) পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ককুদে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল ককুৎস্থ, এবং ইন্দ্র তাঁর বাহন হয়েছিল বলে তিনি ইন্দ্রবাহ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট ইন্দ্রবাহ দেবগণ পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তৈস্তস্য চাভূৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
যমায় ভল্লৈরনয়দ্ দৈত্যান্ অভিযযুর্মৃধে ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—দৈত্যদের সঙ্গে; **তস্য**—তাঁর, পুরঞ্জয়ের; **চ**—ও; **অভূৎ**—হয়েছিল; **প্রধনম্**—যুদ্ধ; **তুমুলম্**—অতি ভয়ঙ্কর; **লোম-হর্ষণম্**—লোমহর্ষণ; **যমায়**—যমালয়ে;

ভল্লৈঃ—তীরের দ্বারা; **অনয়ৎ**—প্রেরণ করেছিলেন; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অভিযযুঃ**—যারা তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

দৈত্যদের সঙ্গে পুরঞ্জয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। লোমহর্ষণজনক সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্য তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, পুরঞ্জয় তাঁর তীরের দ্বারা তাদের যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্ ।
বিসৃজ্য দুদ্রুবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তস্য—তাঁর (পুরঞ্জয়ের); **ইষু-পাত**—তীর নিক্ষেপ; **অভিমুখম্**—সম্মুখে; **যুগ-অন্ত**—যুগান্তে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **উল্বণম্**—অতি উগ্র; **বিসৃজ্য**—যুদ্ধ ত্যাগ করে; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **দৈত্যাঃ**—সমস্ত দৈত্যরা; **হন্যমানাঃ**—(পুরঞ্জয় কর্তৃক) নিহত হয়ে; **স্বম্**—নিজের; **আলয়ম্**—বাসস্থানে।

অনুবাদ

যুগান্তের প্রলয়াগ্নি সদৃশ ইন্দ্রবাহের জ্বলন্ত বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যে সমস্ত দৈত্য অবশিষ্ট ছিল, তারা দ্রুতবেগে তাদের নিজ আলয়ে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ১৯

জিত্বা পরং ধনং সর্বং সস্ত্রীকং বজ্রপাণয়ে ।
প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

জিত্বা—জয় করে; **পরম্**—শত্রুদের; **ধনম্**—ধন; **সর্বম্**—সমস্ত; **স-স্ত্রীকম্**—তাদের পত্নীগণ সহ; **বজ্র-পাণয়ে**—বজ্রধারী ইন্দ্রকে; **প্রত্যযচ্ছৎ**—প্রদান করেছিলেন; **সঃ**—সেই; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি (পুরঞ্জয়); **ইতি**—এইভাবে; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **আহৃতঃ**—সম্বোধিত।

অনুবাদ

শত্রুদের জয় করে রাজর্ষি পুরঞ্জয় শত্রুদের ধনসম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। সেই জন্য তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হন। এইভাবে পুরঞ্জয় তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোঽভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ ।
বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ ॥ ২০ ॥

পুরঞ্জয়স্য—পুরঞ্জয়ের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **অনেনাঃ**—অনেনা নামক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **পৃথুঃ**—পৃথু নামক; **বিশ্বগন্ধিঃ**—বিশ্বগন্ধি নামক; **ততঃ**—তাঁর পুত্র; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র নামক; **যুবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্ব নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র।

অনুবাদ

পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব।

শ্লোক ২১

শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্মমে পুরী ।
বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ ॥ ২১ ॥

শ্রাবস্তঃ—শ্রাবস্ত নামক; **তৎ-সুতঃ**—যুবনাশ্বের পুত্র; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **শ্রাবস্তী**—শ্রাবস্তী নামক; **নির্মমে**—নির্মাণ করেছিলেন; **পুরী**—মহানগরী; **বৃহদশ্বঃ**—বৃহদশ্ব; **তু**—কিন্তু; **শ্রাবস্তিঃ**—শ্রাবস্তের পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কুবলয়াশ্বকঃ**—কুবলয়াশ্ব নামক।

অনুবাদ

যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব এবং তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব। এইভাবে সেই বংশ বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ২২

যঃ প্রিয়ার্থমুতঙ্কস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী ।
সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্ বৃতঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—যিনি; **প্রিয়-অর্থম্**—সন্তোষ বিধানের জন্য; **উতঙ্কস্য**—মহর্ষি উতঙ্কের; **ধুন্ধুনাম**—ধুন্ধু নামক; **অসুরম্**—এক অসুরকে; **বলী**—অত্যন্ত বলবান (কুবলয়াশ্ব); **সুতানাম্**—পুত্রদের; **এক-বিংশত্যা**—একবিংশতি; **সহস্রৈঃ**—সহস্র; **অহনৎ**—বধ করেছিলেন; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি উতঙ্কের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেছিলেন। তিনি তাঁর একবিংশতি সহস্র পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসুতাস্তে চ জজ্বলুঃ ।
ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত ।
দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ধুন্ধুমারঃ—ধুন্ধুহন্তা; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **তে**—তাঁরা সকলে; **চ**—ও; **জজ্বলুঃ**—দগ্ধ হয়েছিলেন; **ধুন্ধোঃ**—ধুন্ধুর; **মুখ-অগ্নিনা**—মুখনিঃসৃত অগ্নির দ্বারা; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **এব**—কেবল; **অবশেষিতাঃ**—জীবিত ছিলেন; **দৃঢ়াশ্বঃ**—দৃঢ়াশ্ব; **কপিলাশ্বঃ**—কপিলাশ্ব; **চ**—এবং; **ভদ্রাশ্বঃ**—ভদ্রাশ্ব; **ইতি**—এইভাবে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দৃঢ়াশ্ব-পুত্রঃ**—দৃঢ়াশ্বের পুত্র; **হর্যশ্বঃ**—হর্যশ্ব নামক; **নিকুম্ভঃ**—নিকুম্ভ; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই কারণে কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার ('ধুন্ধুহন্তা') নামে বিখ্যাত হন। দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব, এই তিনজন ব্যতীত তাঁর সমস্ত পুত্রই ধুন্ধুর

মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হন। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ২৫

বহুলাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বোঽথাস্য সেনজিৎ ।
যুবনাশ্বোঽভবৎ তস্য সোঽনপত্যো বনং গতঃ ॥ ২৫ ॥

বহুলাশ্বঃ—বহুলাশ্ব নামক; **নিকুম্ভস্য**—নিকুম্ভের; **কৃশাশ্বঃ**—কৃশাশ্ব নামক; **অথ**—তারপর; **অস্য**—কৃশাশ্বের; **সেনজিৎ**—সেনজিৎ; **যুবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্ব নামক; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **তস্য**—সেনজিতের; **সঃ**—তিনি; **অনপত্যঃ**—নিঃসন্তান; **বনম্ গতঃ**—বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ, এবং সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রক ছিলেন, এবং তাই তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

ভার্যাশতেন নির্বিণ্ণ ঋষয়োঽস্য কৃপালবঃ ।
ইষ্টিং স্ম বর্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ ॥ ২৬ ॥

ভার্যা-শতেন—একশত পত্নীসহ; **নির্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **ঋষয়ঃ**—(বনে) ঋষিগণ; **অস্য**—তাঁর প্রতি; **কৃপালবঃ**—অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; **ইষ্টিম্**—কর্ম অনুষ্ঠান; **স্ম**—অতীতে; **বর্তয়াম্ চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ঐন্দ্রীম্**—ইন্দ্রযজ্ঞ নামক; **তে**—তাঁরা সকলে; **সু-সমাহিতাঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

যুবনাশ্ব তাঁর একশত পত্নীসহ বনে গমন করলেও তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু বনের ঋষিরা রাজার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে, সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন, যাতে রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

পত্নীসহ বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা যায়, কিন্তু বানপ্রস্থ-আশ্রমের অর্থ হচ্ছে গৃহস্থ-জীবন থেকে পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ। রাজা যুবনাশ্ব যদিও গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি এবং তাঁর পত্নীগণ সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন কারণ তাঁদের কোন পুত্র ছিল না।

শ্লোক ২৭

রাজা তদ্‌যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ ।
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

রাজা—রাজা (যুবনাশ্ব); **তৎ-যজ্ঞ-সদনম্**—যজ্ঞমণ্ডপে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **নিশি**—রাত্রে; **তর্ষিতঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **শয়ানান্**—শায়িত; **বিপ্রান্**—সমস্ত ব্রাহ্মণদের; **তান্**—তাঁদের; **পপৌ**—পান করেছিলেন; **মন্ত্র-জলম্**—মন্ত্রপূত জল; **স্বয়ম্**—তিনি নিজেই।

অনুবাদ

একদিন রাত্রে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করে দেখলেন যে, ব্রাহ্মণেরা শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীর পানের নিমিত্ত রক্ষিত মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করে ফেললেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের এমনই প্রভাব যে, মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র জল ঈপ্সিত ফল প্রদান করতে পারে। এখানে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের দ্বারা জল পবিত্র করেছিলেন, যাতে রাজার পত্নী যজ্ঞে তা পান করতে পারেন, কিন্তু দৈববশত রাজা স্বয়ং রাত্রিবেলায় তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই জল পান করে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ২৮

উত্থিতাস্তে নিশম্যাথ ব্যুদকং কলশং প্রভো ।
পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্ ॥ ২৮ ॥

উত্থিতাঃ—জেগে উঠে; **তে**—তাঁরা; **নিশম্য**—দর্শন করে; **অথ**—তারপর; **ব্যুদকম্**—শূন্য; **কলশম্**—কলস; **প্রভো**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা

করেছিলেন; **কস্য**—কার; **কর্ম**—কর্ম; **ইদম্**—এই; **পীতম্**—পান করেছে; **পুংসবনম্**—পুত্র উৎপাদনের কারণস্বরূপ; **জলম্**—জল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে যখন দেখলেন যে, সেই জলের কলস শূন্য, তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই জল কে পান করেছে।

শ্লোক ২৯

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা বৈ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে ।
ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্ ॥ ২৯ ॥

রাজ্ঞা—রাজার দ্বারা; **পীতম্**—পান করেছেন; **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঈশ্বর-প্রহিতেন**—দৈবের দ্বারা অনুপ্রাণিত; **তে**—তাঁরা; **ঈশ্বরায়**—পরম নিয়ন্তা ভগবানকে; **নমঃ চক্রুঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **অহো**—আহা; **দৈব-বলম্**—দৈব বল; **বলম্**—প্রকৃত বল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা যখন জানতে পারলেন যে, দৈব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা সেই জল পান করেছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, "আহা! দৈব বলই প্রকৃত বল। পরমেশ্বরের শক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারে না।" এই বলে তাঁরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্ ।
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজান হ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **কালে**—কালে; **উপাবৃত্তে**—পরিণত হলে; **কুক্ষিম্**—উদরের নিম্নভাগ; **নির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে; **যুবনাশ্বস্য**—রাজা যুবনাশ্বের; **তনয়ঃ**—একটি পুত্র; **চক্রবর্তী**—সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত; **জজান**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

তারপর যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং স্তন্যে রোরূয়তে ভৃশম্ ।
মাং ধাতা বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥ ৩১ ॥

কম্—কার দ্বারা; **ধাস্যতি**—স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করার দ্বারা কে তাকে পালন করবে; **কুমারঃ**—শিশু; **অয়ম্**—এই; **স্তন্যে**—স্তন পানের জন্য; **রোরূয়তে**—ক্রন্দন করছে; **ভৃষম্**—অত্যন্ত; **মাম্ ধাতা**—আমাকে পান কর; **বৎস**—বৎস; **মা রোদীঃ**—ক্রন্দন করো না; **ইতি**—এইভাবে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দেশিনীম্**—তর্জনী; **অদাৎ**—চোষণ করার জন্য তাকে প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

শিশুটি যখন স্তন্যদুগ্ধ পান করার জন্য ক্রন্দন করতে লাগল, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "কে এই শিশুটিকে পালন করবে?" তখন যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র সেই শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "হে বৎস! ক্রন্দন করো না। তুমি আমাকে পান কর।" এই বলে ইন্দ্র তাঁর তর্জনী শিশুটিকে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ ।
যুবনাশ্বোঽথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **মমার**—মৃত; **পিতা**—পিতা; **তস্য**—সেই শিশুটির; **বিপ্র-দেব-প্রসাদতঃ**—ব্রাহ্মণদের কৃপা এবং আশীর্বাদের ফলে; **যুবনাশ্বঃ**—রাজা যুবনাশ্ব; **অথ**—তারপর; **তত্র এব**—সেই স্থানে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অন্বগাৎ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। সেই ঘটনার পর তিনি তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোঽঙ্গ বিদধে নাম যস্য বৈ ।
যস্মাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনীং প্রভুঃ ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা ॥ ৩৪ ॥

ত্রসৎ-দস্যুঃ—ত্রসদ্দস্যু নামক ('দস্যু-তস্করদের শাসনকারী'); **ইতি**—এই প্রকার; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **বিদধে**—প্রদান করেছিলেন; **নাম**—নাম; **যস্য**—যাঁর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **ত্রসন্তি**—ভীত হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উদ্বিগ্নাঃ**—উদ্বেগের কারণ; **দস্যবঃ**—দস্যু এবং তস্কর; **রাবণ-আদয়ঃ**—রাবণ আদি রাক্ষস; **যৌবনাশ্বঃ**—যুবনাশ্বের পুত্র; **অথ**—এইভাবে; **মান্ধাতা**—মান্ধাতা নামক; **চক্রবর্তী**—পৃথিবীর রাজা; **অবনীম্**—এই পৃথিবী; **প্রভুঃ**—পতি; **সপ্ত-দ্বীপ-বতীম্**—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত; **একঃ**—একমাত্র; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **অচ্যুত-তেজসা**—ভগবানের শক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে।

অনুবাদ

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা রাবণ এবং অন্যান্য দস্যু-তস্করদের ভয়ের কারণ হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেহেতু তারা তাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল, তাই ইন্দ্র তাঁকে ত্রসদ্দস্যু নাম দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় যুবনাশ্বের পুত্র এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে পৃথিবী পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্ত্বিজঃ ।
ধর্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্বমেতদ্ যদাত্মকম্ ॥ ৩৬ ॥

ঈজে—তিনি আরাধনা করেছিলেন; **চ**—ও; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞেশ্বরকে; **ক্রতুভিঃ**—মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **আত্ম-বিৎ**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; **ভূরি-দক্ষিণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা প্রদানের দ্বারা; **সর্ব-দেব-ময়ম্**—সর্বদেবময়; **দেবম্**—ভগবান; **সর্ব-আত্মকম্**—সকলের পরমাত্মা; **অতি-ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াতীত; **দ্রব্যম্**—উপকরণ; **মন্ত্রঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ; **বিধিঃ**—বিধি; **যজ্ঞঃ**—পূজা করে; **যজমানঃ**—অনুষ্ঠানকারী; **তথা**—সঙ্গে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **দেশঃ**—দেশ; **চ**—এবং; **কালঃ**—কাল; **চ**—ও; **সর্বম্**—সব কিছু; **এতৎ**—এই সমস্ত; **যৎ**—যা; **আত্মকম্**—আত্ম-উপলব্ধির অনুকূল।

অনুবাদ

যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিক, যজ্ঞফল, যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞের কাল থেকে ভগবান অভিন্ন। সেই অতীন্দ্রিয়, সর্বান্তর্যামী, সর্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মান্ধাতা আরাধনা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।
তৎ সর্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

যাবৎ—যেখান থেকে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **উদেতি**—দিগন্তে উদিত হয়েছে; **স্ম**—অতীতে; **যাবৎ**—যেখানে; **চ**—ও; **প্রতিতিষ্ঠতি**—থাকবে; **তৎ**—পূর্বোক্ত সেই সমস্ত বস্তু; **সর্বম্**—সব কিছু; **যৌবনাশ্বস্য**—যুবনাশ্বের পুত্রের; **মান্ধাতুঃ**—মান্ধাতা নামক; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, উজ্জ্বলভাবে কিরণ বিতরণ করে এবং যেখানে অস্তমিত হয়, সেই সমস্ত স্থান যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার স্থান বলে কথিত হত।

শ্লোক ৩৮

শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ ।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দং চ যোগিনম্ ।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥ ৩৮ ॥

শশবিন্দোঃ—শশবিন্দু নামক রাজার; **দুহিতরি**—কন্যাকে; **বিন্দুমত্যাম্**—বিন্দুমতী নামক; **অধাৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **নৃপঃ**—রাজা (মান্ধাতা); **পুরুকুৎসম্**—পুরুকুৎস; **অম্বরীষম্**—অম্বরীষ; **মুচুকুন্দম্**—মুচুকুন্দ; **চ**—এবং; **যোগিনম্**—মহান যোগী; **তেষাম্**—তাঁদের; **স্বসারঃ**—ভগ্নীদের; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **সৌভরিম্**—মহর্ষি সৌভরিকে; **বব্রিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পতিম্**—পতিরূপে।

অনুবাদ

মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মহাযোগী মুচুকুন্দ, এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশটি ভগ্নী মহর্ষি সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করেন।

শ্লোক ৩৯-৪০

যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ ।
নির্বৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্ট্বা মৈথুনধর্মিণঃ ॥ ৩৯ ॥
জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত ।
সোঽপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে ॥ ৪০ ॥

যমুনা-অন্তঃ-জলে—যমুনার গভীর জলে; **মগ্নঃ**—নিমগ্ন হয়ে; **তপ্যমানঃ**—তপস্যা করছিলেন; **পরম্**—অসাধারণ; **তপঃ**—তপস্যা; **নির্বৃতিম্**—সুখ; **মীন-রাজস্য**—এক বিশাল মৎস্যের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মৈথুন-ধর্মিণঃ**—মৈথুনরত; **জাত-স্পৃহঃ**—মৈথুনাসক্ত হন; **নৃপম্**—রাজাকে (মান্ধাতাকে); **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ (সৌভরি ঋষি); **কন্যাম্ একাম্**—একটি কন্যা; **অযাচত**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সঃ**—তিনি (রাজা); **অপি**—ও; **আহ**—বলেছিলেন; **গৃহ্যতাম্**—আপনি গ্রহণ করতে পারেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কামম্**—তার বাসনা অনুসারে; **কন্যা**—কন্যা; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ং বরণ করে।

অনুবাদ

সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এক মৎস্য-মিথুনের মৈথুনজনিত আনন্দ দর্শন করে মৈথুনাসক্ত হন, এবং রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। তাঁর এই অনুরোধে রাজা তাঁকে বলেছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমার যেকোন কন্যা আপনাকে স্বয়ংবরে পতিত্বে বরণ করতে পারে।"

তাৎপর্য

এখান থেকে সৌভরি ঋষির কাহিনী শুরু। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, মান্ধাতা ছিলেন মথুরার রাজা, এবং সৌভরি ঋষি যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করছিলেন। যখন ঋষির মৈথুন বাসনা উদ্দীপ্ত হয়, তখন তিনি যমুনার জল থেকে উঠে এসে রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যাকে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৪১-৪২

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসংমতঃ ।
বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহৃতঃ ॥ ৪১ ॥
সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামভীপ্সিতম্ ।
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (সৌভরি মুনি); **বিচিন্ত্য**—মনে মনে চিন্তা করেছিলেন; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের দ্বারা; **জরঠঃ**—বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত; **অহম্**—আমি; **অসৎ-মতঃ**—তাদের বাঞ্ছিত নয়; **বলী**—কুঞ্চিত; **পলিতঃ**—পক্ক কেশ; **এজৎ-কঃ**—কম্পিত মস্তক; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—আমি; **প্রত্যুদাহৃতঃ**—(তাদের দ্বারা) প্রত্যাখ্যাত; **সাধয়িষ্যে**—আমি এমনভাবে আচরণ করব; **তথা**—যেমন; **আত্মানম্**—আমার শরীর; **সুর-স্ত্রীণাম্**—দেবাঙ্গনাদের; **অভীপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত; **কিম্**—কি কথা; **পুনঃ**—তবুও; **মনুজ-ইন্দ্রাণাম্**—রাজকন্যাদের; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—সঙ্কল্প করে; **প্রভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী যোগী সৌভরি।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—আমি বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত, আমার কেশ পলিত, আমার দেহের চর্ম শ্লথ হয়েছে এবং আমার মস্তক সর্বদা কম্পিত হয়, তার উপর আমি একজন যোগী। তাই আমি রমণীদের অপ্রিয়। রাজা যেহেতু আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমি এমন রূপ ধারণ করব যে, রাজকন্যাদের কি কথা, দেবাঙ্গনারাও আমাকে কামনা করবে।

শ্লোক ৪৩

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ।
বৃতঃ স রাজকন্যাভিরেকং পঞ্চাশতা বরঃ ॥ ৪৩ ॥

মুনিঃ—সৌভরি মুনি; **প্রবেশিতঃ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ক্ষত্রা**—প্রাসাদের প্রতিহারীর দ্বারা; **কন্যা-অন্তঃপুরম্**—রাজকন্যাদের অন্তঃপুরে; **ঋদ্ধিমৎ**—সর্বতোভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী; **বৃতঃ**—বরণ করেছিলেন; **সঃ**—তাঁকে; **রাজ-কন্যাভিঃ**—সমস্ত রাজকন্যাদের দ্বারা; **একম্**—তিনি একা; **পঞ্চাশতা**—পঞ্চাশজনের দ্বারা; **বরঃ**—পতি।

অনুবাদ

তারপর সৌভরি মুনি এক অতি সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রতিহারী তাঁকে রাজকন্যাদের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তখন তাঁকে তাদের পতিত্বে বরণ করেছিল।

শ্লোক ৪৪

তাসাং কলিরভূদ্ ভূয়াংস্তদর্থেঽপোহ্য সৌহৃদম ।
মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্ ॥ ৪৪ ॥

তাসাম্—রাজকন্যাদের; **কলিঃ**—মতবিরোধ এবং কলহ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **তৎ অর্থে**—সৌভরি মুনির জন্য; **অপোহ্য**—ত্যাগ করে; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক; **মম**—আমার; **অনুরূপঃ**—উপযুক্ত ব্যক্তি; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **বঃ**—তোমাদের; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ-গত-চেতসাম্**—তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে।

অনুবাদ

তারপর রাজকন্যারা সৌভরি মুনির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, পরস্পরের প্রতি ভগ্নীবৎ স্নেহের সম্পর্ক ত্যাগ করে কলহ করতে শুরু করেছিল। তারা প্রত্যেকেই দাবি করেছিল, "এই পুরুষ আমারই উপযুক্ত, তোমার নয়।" এইভাবে তাদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৫-৪৬

স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়-
তপঃ শ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু ।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃ-
সরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু ॥ ৪৫ ॥

মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণ-
স্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা
রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গবন্দিষু ॥ ৪৬ ॥

সঃ—তিনি, সৌভরি ঋষি; **বহু-ঋচঃ**—বৈদিক মন্ত্র ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ; **তাভিঃ**—তাঁর পত্নীগণ সহ; **অপারণীয়**—অসীম; **তপঃ**—তপস্যার ফল; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অনর্ঘ্য**—সুখ উপভোগের সামগ্রী; **পরিচ্ছদেষু**—বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে; **গৃহেষু**—গৃহে; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **উপবন**—উদ্যান; **অমল**—নির্মল; **অম্ভঃ**—জল; **সরঃসু**—সরোবরে; **সৌগন্ধিক**—অত্যন্ত সুবাসিত; **কাননেষু**—উদ্যানে; **মহা-অর্হ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—উপবেশনের স্থান; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **স্নান**—স্নান করার স্থান; **অনুলেপ**—চন্দন; **অভ্যবহার**—সুস্বাদু আহার্য; **মাল্যকৈঃ**—এবং মালা; **সু-অলঙ্কৃত**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **স্ত্রী**—রমণী; **পুরুষেষু**—এবং পুরুষ সহ; **নিত্যদা**—নিরন্তর; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **অনুগায়ৎ**—সঙ্গীতের দ্বারা বন্দিত হয়ে; **দ্বিজ**—পক্ষী; **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর; **বন্দিষু**—এবং বন্দিদের।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি যেহেতু মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি অমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সুন্দর বসনে সজ্জিত দাস-দাসী, নানাবিধ উপবন, নির্মল জল বিশিষ্ট সরোবর এবং উদ্যান সমন্বিত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গৃহ প্রকট করেছিলেন। সেই সমস্ত উদ্যান নানাবিধ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ছিল এবং পাখিদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বন্দিদের সঙ্গীতের দ্বারা মুখরিত ছিল। সৌভরি মুনির ভবন শয্যা, আসন, অলঙ্কার, স্নানের উপকরণ, চন্দন আদি অনুপেলন, ফুলের মালা এবং সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ণ ছিল। এইভাবে মহামূল্য দ্রব্যে সুশোভিত হয়ে সৌভরি ঋষি তাঁর পত্নীগণ সহ সংসার সুখে মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৌভরি ঋষি ছিলেন একজন মহান যোগী। যোগের প্রভাবে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, যথা—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা। সৌভরি মুনি তাঁর যোগসিদ্ধির প্রভাবে জড় সুখভোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। বহ্বৃচ শব্দটির অর্থ 'মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী'। সাধারণ জড়-জাগতিক

উপায়ে যেমন জড় ঐশ্বর্য লাভ করা যায়, মন্ত্রের মাধ্যমে সূক্ষ্ম উপায়েও তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সৌভরি মুনি জড় ঐশ্বর্যের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সেটি জীবনের পরম সিদ্ধি নয়। পরে দেখা যাবে যে, সৌভরি মুনি জড় ঐশ্বর্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গিয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যারা আত্মতত্ত্ববিৎ নয়, যারা জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা জড় ঐশ্বর্য নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু যাঁরা আত্মতত্ত্ববিৎ তাঁরা জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন না। আমরা সেই শিক্ষা সৌভরি মুনির কার্যকলাপের দ্বারা লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৪৭

যদ্গার্হস্থ্যং তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ ।
বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪৭ ॥

যৎ—যিনি; **গার্হস্থ্যম্**—গৃহস্থ-জীবন; **তু**—কিন্তু; **সংবীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সপ্ত-দ্বীপ-বতী-পতিঃ**—মান্ধাতা, যিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন; **বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন; **স্তম্ভম্**—উচ্চপদ জনিত গর্ব; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **সার্ব-ভৌম**—সারা পৃথিবীর সম্রাট; **শ্রিয়া-অন্বিতম্**—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যরূপ আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা সৌভরি মুনির গৃহস্থালির ঐশ্বর্য দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেই তার নিজের পদগর্বে গর্বিত, কিন্তু এখানে আমরা এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করছি, যেখানে সৌভরি মুনির ঐশ্বর্য দর্শন করে সারা পৃথিবীর সম্রাট জড়সুখ ভোগের ব্যাপারে নিজেকে সর্বতোভাবে পরাজিত বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ ।
সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥ ৪৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **গৃহেষু**—গৃহস্থালির ব্যাপারে; **অভিরতঃ**—সর্বদা মগ্ন হয়ে; **বিষয়ান্**—জড় বিষয়ে; **বিবিধৈঃ**—নানা প্রকার; **সুখৈঃ**—সুখ; **সেবমানঃ**—উপভোগ করে; **ন**—না; **চ**—ও; **অতুষ্যৎ**—তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল; **আজ্য-স্তোকৈঃ**—ঘৃতবিন্দুর দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

সৌভরি মুনি এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু অবিরাম ঘৃতবিন্দুর দ্বারা যেভাবে আগুন কখনও শান্ত হয় না, সৌভরিও তেমনই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

তাৎপর্য

জড় বাসনা ঠিক একটি জ্বলন্ত অগ্নির মতো। জ্বলন্ত অগ্নিতে যদি নিরন্তর ঘৃতবিন্দু অর্পণ করা হয়, তা হলে সেই অগ্নি নিরন্তর বর্ধিতই হতে থাকে এবং তা কখনও নির্বাপিত হয় না। তাই, জড় বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে তৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা কখনও সফল হবে না। বর্তমান সভ্যতায় সকলেই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে মগ্ন, যা ঠিক অগ্নিতে ঘৃতবিন্দু অর্পণ করারই মতো। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জড় সভ্যতা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ অতৃপ্ত। প্রকৃত সন্তোষ রয়েছে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, এবং সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" তাই মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বনপূর্বক যথাযথভাবে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত হওয়া। তা হলে শান্তি এবং জ্ঞানে পূর্ণ নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যাবে।

শ্লোক ৪৯

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ ।
দদর্শ বহ্বৃচাচার্যো মীনসঙ্গসমুত্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—তিনি (সৌভরি মুনি); **কদাচিৎ**—একদিন; **উপাসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **আত্ম-অপহ্নবম্**—তপস্যার স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে; **আত্মনঃ**—তিনি নিজেই তার কারণ; **দদর্শ**—দর্শন করে; **বহু-ঋচ-আচার্যঃ**—মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি; **মীন-সঙ্গ**—মৎস্যের মৈথুন; **সমুত্থিতম্**—সেই ঘটনা জনিত।

অনুবাদ

তারপর একদিন মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি যখন নির্জনে বসেছিলেন, তখন তিনি বিচার করেছিলেন যে, মৈথুনরত মৎস্যের সংসর্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সৌভরি মুনির অধঃপতন হয়েছিল। তার ইতিবৃত্ত হচ্ছে, গরুড় যখন মৎস্য ভক্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন সৌভরি অনর্থক মৎস্যদের আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। এইভাবে গরুড়ের আহারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে সৌভরি মুনি বৈষ্ণব অপরাধ করেছিলেন। এই বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সৌভরি তাঁর তপস্যা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়েছিলেন। কখনও বৈষ্ণবের কার্যকলাপে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সৌভরি মুনির এই কাহিনী থেকে আমাদের সেই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৫০

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং
তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য ।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ
প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ ॥ ৫০ ॥

অহো—আহা; **ইমম্**—এই ; **পশ্যত**—দেখ; **মে**—আমাকে; **বিনাশম্**—অধঃপতন; **তপস্বিনঃ**—যে এই প্রকার কঠোর তপস্যায় রত ছিল; **সৎ-চরিত**—অত্যন্ত সচ্চরিত্র; **ব্রতস্য**—ব্রতপরায়ণ; **অন্তঃ-জলে**—গভীর জলে; **বারিচর-প্রসঙ্গাৎ**—জলচরদের সঙ্গ বশত; **প্রচ্যাবিতম্**—অধঃপতিত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মজ্ঞান বা তপস্যা; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ধৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

হায়! সাধুজনোচিত সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করে গভীর জলে তপস্যা করার সময় মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার দীর্ঘকালের তপস্যার ফল বিনষ্ট হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য আমার এই অধঃপতন দর্শন করে শিক্ষা লাভ করা।

শ্লোক ৫১

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতীনাং মুমুক্ষুঃ
সর্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্ বহিরিন্দ্রিয়াণি ।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥ ৫১ ॥

সঙ্গম্—সঙ্গ; **ত্যজেত**—ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য; **মিথুন-ব্রতীনাম্**—বৈধ বা অবৈধ মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ; **মুমুক্ষুঃ**—যাঁরা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **ন**—করে না; **বিসৃজেৎ**—নিয়োগ; **বহিঃ-ইন্দ্রিয়াণি**—বাহ্য ইন্দ্রিয়; **একঃ**—কেবল; **চরন্**—বিচরণ করে; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **চিত্তম্**—হৃদয়; **অনন্তে-ঈশে**—অনন্ত ভগবানের চরণকমলে স্থির; **যুঞ্জীত**—নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে; **তৎ-ব্রতিষু**—(জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী) সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে; **সাধুষু**—এই প্রকার সাধু ব্যক্তিদের; **চেৎ**—যদি; **প্রসঙ্গঃ**—সঙ্গ করতে চায়।

অনুবাদ

জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয়ে (দর্শনে, শ্রবণে, বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনায়, বিচরণে ইত্যাদিতে) নিযুক্ত না করা। নির্জন স্থানে বাস করে মনকে সম্পূর্ণরূপে অনন্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদেরই কেবল সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

সৌভরি মুনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তির কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্ত মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়েছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাং চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮/২৭*)

"হায়! যে ব্যক্তি ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে চান এবং জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ বিষয়ীর দর্শন এবং স্ত্রীদর্শন জেনে শুনে বিষপান করার থেকেও ঘৃণ্য।"

যে ব্যক্তি জড় বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তিনিই কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তাঁর পক্ষে মৈথুনাসক্ত বিষয়ীর সঙ্গ করা একেবারেই উচিত নয়। প্রত্যেক জড়বাদী ব্যক্তিই মৈথুনে আসক্ত। অর্থাৎ, উন্নত স্তরের মহাত্মাকে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও নির্দেশ দিয়েছেন আচার্যের সেবায় যুক্ত হতে, এবং আদৌ যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা কর্তব্য (*তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস*)। ভগবদ্ভক্ত তৈরি করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে, যাতে এই সংস্থার সদস্যদের সান্নিধ্য লাভ করে মানুষ আপনা থেকেই জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হবেন। যদিও এই আদর্শটি অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই সঙ্গ কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তদের সঙ্গ করে, প্রসাদ গ্রহণ করে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে অংশগ্রহণ করে সাধারণ মানুষেরাও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করছেন। সৌভরি মুনি অনুতাপ করেছেন যে, গভীর জলের নীচে তপস্যারত থাকা সত্ত্বেও তিনি অসৎ সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মৈথুনরত মৎস্যের অসৎ সঙ্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত নির্জন স্থানও নিরাপদ নয়।

শ্লোক ৫২

একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ
পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং
মায়াগুণৈর্হৃতমতির্বিষয়েঽর্থভাবঃ ॥ ৫২ ॥

একঃ—একাকী; **তপস্বী**—তপস্যা-পরায়ণ; **অহম্**—আমি; **অথ**—এইভাবে; **অম্ভসি**—গভীর জলে; **মৎস্য-সঙ্গাৎ**—মৎস্যের সঙ্গ দ্বারা; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **আসম্**—পত্নী লাভ করেছি; **উত**—এবং তাদের প্রত্যেকের দ্বারা শত পুত্র লাভের কি কথা; **পঞ্চ-সহস্র-সর্গঃ**—পাঁচ হাজার সন্তান; **ন অন্তম্**—অন্তহীন; **ব্রজামি**—খুঁজে পাই; **উভয়-কৃত্য**—ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্তব্য; **মনোরথানাম্**—মনোরথের; **মায়া-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **হৃত**—অপহৃত; **মতিঃ বিষয়ে**—জড় বিষয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ; **অর্থ-ভাবঃ**—স্বার্থের বিষয়ে।

অনুবাদ

প্রথমে আমি একা যৌগিক তপস্যা অনুষ্ঠান করছিলাম, কিন্তু পরে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার বিবাহ করার বাসনা হয়েছিল। তারপর আমি পঞ্চাশজন পত্নীর পতি হয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেছিলাম, এবং তার ফলে আমার পাঁচ হাজার পুত্র হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আমি অধঃপতিত হয়েছি এবং মনে করেছি যে, এই জড় জগতে আমি সুখী হব। এইভাবে ইহলোকে এবং পরলোকে আমার জড়সুখ ভোগ বাসনার অন্ত নেই।

শ্লোক ৫৩

এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ ।
বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ ॥ ৫৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বসন্**—বাস করে; **গৃহে**—গৃহে; **কালম্**—কাল অতিবাহিত করে; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত হয়েছিলেন; **ন্যাসম্**—সন্ন্যাস-আশ্রমে; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **বনম্**—বনে; **জগাম**—তিনি গিয়েছিলেন; **অনুযযুঃ**—অনুগমন করেছিলেন; **তৎ-পত্ন্যঃ**—তাঁর পত্নীগণ; **পতি-দেবতাঃ**—কারণ তাঁদের পতিই ছিলেন তাঁদের একমাত্র আরাধ্য।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়েছিলেন। জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন। তাঁর পতিব্রতা পত্নীগণ তাঁর অনুগমন করেছিলেন, কারণ পতি ব্যতীত আর তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না।

শ্লোক ৫৪

তত্র তপ্ত্বা তপস্তীক্ষ্ণমাত্মদর্শনমাত্মবান্ ।
সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

তত্র—বনে; **তপ্ত্বা**—তপস্যা করে; **তপঃ**—তপস্যার বিধি; **তীক্ষ্ণম্**—অত্যন্ত কঠোর; **আত্ম-দর্শনম্**—যা আত্ম-উপলব্ধি লাভে সাহায্য করে; **আত্মবান্**—আত্মজ্ঞ; **সহ**—সহ ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্নিভিঃ**—অগ্নি; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **যুযোজ**—যুক্ত করেছিলেন; **পরম-আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

আত্মবিৎ সৌভরি মুনি বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে মৃত্যুর সময় তিনি অগ্নিসহ আত্মাকে পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় অগ্নি স্থূল দেহকে দগ্ধ করে, এবং যদি জড়সুখ ভোগের বাসনা না থাকে, তা হলে তখন সূক্ষ্ম দেহেরও অবসান হয় এবং তখন কেবল শুদ্ধ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। কেউ যদি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং শুদ্ধ আত্মাই কেবল অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তিনি তখন ভগবদ্ধামে গিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, সৌভরি মুনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্ ।
অন্বীয়ুস্তৎপ্রভাবেণ অগ্নিং শান্তমিবার্চিষঃ ॥ ৫৫ ॥

তাঃ—সৌভরির পত্নীগণ; **স্ব-পত্যুঃ**—তাদের পতির সঙ্গে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **অধ্যাত্মিকীম্**—আধ্যাত্মিক; **গতিম্**—প্রগতি; **অন্বীয়ুঃ**—অনুসরণ করেছিলেন; **তৎ-প্রভাবেণ**—তাঁদের পতির প্রভাবের দ্বারা (যদিও তারা অযোগ্য ছিল, তবুও তাদের পতির প্রভাবে তারাও চিৎ-জগতে ফিরে

গিয়েছিল); **অগ্নিম্**—অগ্নি; **শান্তম্**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অর্চিষঃ**—অগ্নিশিখা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাদের পতির আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শন করে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির সঙ্গে বিলীন হয়, সেইভাবে তারাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) উল্লেখ করা হয়েছে—*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।* আধ্যাত্মিক মার্গ অনুসরণে স্ত্রীলোকদের দুর্বল বলে মনে করা হয়, কিন্তু কোন স্ত্রী যদি এমন একজন উপযুক্ত পতি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, যিনি পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত এবং সেই পত্নী যদি সর্বদা সেই পতির সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনিও তাঁর পতির সুকৃতি লাভ করবেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁদের পতির প্রভাবে চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা অযোগ্য ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন পতিব্রতা, তাই তাঁরাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাই স্ত্রীর কর্তব্য পতিব্রতা হওয়া, এবং পতি যদি আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নত হন, তা হলে পত্নী আপনা থেকেই চিৎ-জগতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'সৌভরি মুনির অধঃপতন' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।